পাটের তৈরী খেলনার উপর

“বিপনন সমীক্ষা”

 প্রণয়নে:

 আতাউর রহমান

 প্রমোশন অফিসার

 বিসিক,ময়মনসিংহ ।

 পাটের তৈরী খেলনার উপর

বিপনন সমীক্ষা

০১। ভূমিকা:-

পাটের খেলনা শিশুদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প পন্য । বিশেষ করে এই খেলনার ব্যপক ব্যবহার হচ্ছে ড্রয়িং রুমে সৌন্ধর্য্যের অংশ হিসাবে। । পরিবেশ বান্ধব বিধায় পাটের খেলনা সিনথেটিক বস্তুর তৈরী খেলনার চেয়ে বেশী উপযুক্ত এবং এর ব্যবহারে সুবিধা বেশী ও পরিবেশবান্ধব।

০২। বাজার এলাকা:-

এই পণ্যের বাজার মূলত: সমগ্র দেশেই বিদ্যমান তবে আলোচ্য সমীক্ষায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ বিভাগের জেলা সমূহ এবং পাশ্ববর্তী অন্যান্য জেলা এই পন্যের বাজার এলাকা হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ পণ্যের ব্যবহার মোটামুটি স্হিতিশীল । তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্যান্য পণ্যের ন্যায় এই পণ্যেরও ক্রমবর্ধমান চাহিদা রয়েছে। এ ছাড়া বিদেশেও এর ব্যপক চাহিদা আছে।

০৩। ব্যবহার:-

মোটামোটি সকল প্রকার খুচরা ও পাইকারী দোকান যথা ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর, মেলার দোকান, ড্রয়িং রুম ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে এর ব্যবহার অবিসম্ভাবী ।

০৪। কাঁচামাল:-

খেলনা তৈরীর কাঁচামাল অত্যন্ত সহজলভ্য । জুট মিলে পাটের যে সকল বর্জ্য বাই প্রোডাক্ট হিসাবে পাওয়া যায় তা দিয়ে লাগসই মেশিনারী ব্যবহার করে এই পণ্য তৈরী করা হয় ।

০৫। পণ্যের প্রকারভেদ এবং কোয়ালিটি:-

পাটের খেলনা একটি পরিবেশ পণ্য বিধায় বাজারে প্রাপ্ত অন্যান্য সিনথেটিক পণ্যের চেয়ে এর চাহিদা অনেক বেশী। খেলনা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে । তবে সার্বিক কাজে বিভিন্ন পুতুল ব্যবহার হতে পারে । এই পণ্যের মান নিয়ন্ত্রনের বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় ।

০৬। চাহিদাঃ- পাটের খেলনার চাহিদা সিনথেটিক খেলনার চেয়ে বেশী । বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলাগুলিতে কোন পাটের তৈরী খেলনার কারখানা নেই অথচ ময়মনসিংহ এর সম্ভুগঞ্জে একটি জুট মিল রয়েছে। কাজেই এই জেলায় খেলনা তৈরীর উপর তেমন কোন প্রতিযোগিতা লক্ষ্যনীয় নয় ।

০৭। পণ্যের চাহিদার প্রাক্কলন :-

পাটের খেলনা একটি অতি পরিচিত পন্য । ইহার চাহিদা ক্রমবর্ধমান । উন্নত যোগাযোগ এবং ব্যবসা বানিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে দেশের মানুষের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে । একই সাথে উম্মোচিত হচ্ছে ব্যবসা বানিজ্যিক নতুন নতুন দিক । এর ফলে বাড়ছে পণ্যের চাহিদা

০৮। পণ্যের উৎপাদনের সরবরাহের প্রাক্কলন:- পূর্বেই বলা হয়েছে অত্র জেলায় উল্লেখ যোগ্য কোন পাটের খেলনা তৈরীর প্রকল্প নেই সমস্ত চাহিদাই পূরন হয়ে থাকে নারায়নগঞ্জ, ঢাকা ও পাশ্বস্হ সকল কারখানা থেকে ।কাজেই ময়মনসিংহ জেলার উৎপাদন বিবেচনায় পণ্যটির সরবরাহ শূন্য বলে ধরা যায় । কারণ নারায়নগঞ্জ থেকে এই পণ্য ময়মনসিংহের জেলা সমুহে আসছে এখানে পাইকারগণ মিডলম্যান হিসাবে কাজ করছেন ।

০৯। চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ফাঁক :- বর্তমানে ময়মনসিংহ জেলায় পাটের খেলনার কোন উৎপাদন নেই । ঢাকা , নারায়নগঞ্জ-টংগী থেকে অতিরিক্ত পরিবহন ব্যয় মিটিয়ে এই পণ্য বাজারজাত করা হচ্ছে।

১০। সুপারিশ:-

 ময়মনসিংহ জেলা পাট উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। এই জেলায় একটি বড় পাটকল রয়েছে । এই পাটকলে উৎপাদিত পাটের বর্জ্য খেলনা কারখানার কাচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে । এ ছাড়া বর্তমানে পরিবেশ বান্ধব শিল্প গড়ে তোলার কথা বলা হচ্ছে সে দিক থেকে এই শিল্প স্হাপন একটি সময়ের দাবী । অধিকন্তু পরিবেশ বাদীরা পাট পণ্যের যে সকল ডাইভারসিফিকেশনের কথা বলছেন তাতে প্রতি জেলায় চাহিদার আলোকে ছোট ছোট সুতলী কারখানা এবং তৎসংলগ্ন পাটের চটের ব্যাগ তৈরী কারখানা স্হাপন খুবই সম্ভাবনাময় ।